উত্তর প্রদেশ রাজ্য

বনাম

জেল সুপারিনটেনডেন্ট (রোপার) এবং অন্যান্য

(২০২০ সালের রিট পিটিশন নং ৪০৯)

২৬শে মার্চ, ২০২১

[অশোক ভূষণ এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় সংবিধান/ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: অনুচ্ছেদ ৩২/ধারা ৪০৬ – অনুচ্ছেদ ৩২ সহ পঠিত ধারা ৪০৬ এর অধীনে আবেদন – গ্রহণযোগ্যতা – তথ্যের ভিত্তিতে, উত্তরপ্রদেশের মাউ জেলা থেকে নির্বাচিত বিধায়কের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে – তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন দশটি ফৌজদারি মামলা বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বিশেষ বিচারকের আদেশ অনুযায়ী অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে রাখা হয়েছে – ইতোমধ্যে পাঞ্জাবের মোহালি জেলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে – হাজির করার পরোয়ানা জারির পর, উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট, এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক) আদালতের অনুমতি ছাড়াই অভিযুক্তকে পাঞ্জাবের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেন – এরপর, পুনঃপ্রেরন আদেশ পাসের পর, অভিযুক্তকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা কারাগারে রাখা হয় এবং তখন থেকে তিনি উক্ত কারাগারে রয়েছেন – গত দুই বছর ধরে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন আদালতে অভিযুক্তকে হাজির করার জন্য অসংখ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রূপনগরের জেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অসুস্থতার অজুহাতে তাকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছে – উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩২ সহ পঠিত ধারা ৪০৬ এর অধীনে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, যেখানে পাঞ্জাব রাজ্য এবং পাঞ্জাবের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার বিচারিক কার্যক্রম এবং বিচার উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক) আদালতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ এবং রূপনগর জেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং পাঞ্জাব রাজ্যকে রূপনগর জেল, রোপার জেলা, পাঞ্জাব থেকে অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে হস্তান্তর করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে – রায়: রাজ্য, ফৌজদারি প্রশাসনের একটি মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা হওয়ায়, এই প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণভাবে আগ্রহী, যেমনটি, রাজ্যকে ধারা ৪০৬ এর উপ-ধারা (২) এর অর্থ অনুযায়ী "আগ্রহী পক্ষ" হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ধারা ৪০৬ এর অধীনে আবেদন গ্রহণযোগ্য। তবে, মামলার স্থানান্তরের জন্য চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করা হয়নি, কারণ পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মাথোর থানায় দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় পুলিশ কর্তৃক

কোনো চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি এবং এটি তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে, এবং সেই কারণে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৬ প্রয়োগ করা যাবে না। এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে, একজন দোষী সাব্যস্ত বা বিচারাধীন বন্দী, যে দেশের আইন অমান্য করে, সে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে তার স্থানান্তরের বিরোধিতা করতে পারে না। যখন আইনের শাসনকে দায়মুক্তির সাথে বিরোধিতা করা হয়, তখন আদালত অসহায় দর্শক হতে পারে না। পরিস্থিতি প্রতিকারের জন্য আইনের হাত যথেষ্ট লম্বা। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই আদালত অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বন্দীর স্থানান্তরের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, এইভাবে, রূপনগর জেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং পাঞ্জাব রাজ্যকে দুই সপ্তাহের মধ্যে অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে, যাতে তাকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে রাখা যায় যেখানে জেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করবে।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ঃ ধারা ৪০৬ - ক্ষমতা - "আগ্রহী পক্ষ" শব্দের ব্যাখ্যা - রায়: ধারা ৪০৬ এই আদালতকে ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা আগ্রহী পক্ষের দ্বারা দাখিল করা আবেদনের ভিত্তিতে মামলা এবং আপিল স্থানান্তরের ক্ষমতা প্রদান করে। ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থায়, রাজ্য হল মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা, যা রাজ্যের জনগণের জন্য এবং তাদের পক্ষে কাজ করে, যেমনটি ধারা ৪০৬(২) -এর অর্থ অনুযায়ী রাজ্যকে আগ্রহী পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। "আগ্রহী পক্ষ" শব্দগুলি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ এবং এইভাবে, একটি বৃহত্তর অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। আইনকে আইনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তাকে পরাজিত করার জন্য নয় - আইনের ব্যাখ্যা।

আংশিকভাবে রিট পিটিশন মঞ্জুর করে এবং স্থানান্তর আবেদনগুলি খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১.১। এই আবেদনটি, যা ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ / ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪০৬ নং ধারার অধীনে দাখিল করা হয়েছে, তা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬নং ধারার অধীনে রক্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। মাউ জেলা, উত্তরপ্রদেশের বর্তমান বিধায়ক ৩য় বিবাদীর বিরুদ্ধে মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন ফৌজদারি মামলায় ফৌজদারি কার্যক্রম ও বিচার এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশের বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক) আদালতে স্থানান্তরের জন্য চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করা হয়নি। কারণ পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মাথোর থানায় দায়ের করা ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধের মামলাটি তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে, এবং সেই কারণে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারা প্রয়োগ করা যাবে না।

একই সময়ে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ১ নং বিবাদী - জেল সুপারিনটেনডেন্ট, রূপনগর এবং ২ নং বিবাদী - পাঞ্জাব রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩য় বিবাদীকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করবে, যাতে তাকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বান্দা জেলা কারাগারে রাখা যায়। এলাহাবাদের সাংসদ/বিধায়কদের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের জন্য এটি উন্মুক্ত যে তারা তাকে হয় বান্দা জেলা কারাগারে রাখবে অথবা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্য কোনো কারাগারে স্থানান্তর করবে, যদি কোনো প্রয়োজন হয়। বান্দা জেলা কারাগার, উত্তরপ্রদেশের জেল সুপারিনটেনডেন্টকে ৩য় বিবাদীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে যদি ৩য় বিবাদীর কোনো বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তাহলে বান্দা জেলা কারাগার, উত্তরপ্রদেশের জেল সুপারিনটেনডেন্ট জেল ম্যানুয়াল অনুসরণ করে এই ধরনের চিকিৎসা যত্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

১.২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ -এর ধারা ৪০৬-এর সরল পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা একজন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে মামলা এবং আপিল স্থানান্তরের ক্ষমতা এই আদালতের উপর ন্যস্ত। আবেদনকারী-রাজ্য আগ্রহী পক্ষ নয় এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সুপরিচিত যে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে বৃহত্তরভাবে একটি রাজ্য এবং জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থায়, রাজ্য হলো মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা, যা রাজ্যের জনগণের জন্য এবং তাদের পক্ষে কাজ করে। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে "আগ্রহী পক্ষ" ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। "আগ্রহী পক্ষ" শব্দগুলি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই কারণে, একটি বৃহত্তর অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। "ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ", "কার্যক্রমের পক্ষ" এবং "আগ্রহী পক্ষ" এর মতো শব্দগুলি বিভিন্ন আইনে ব্যবহৃত হয়। যদি ব্যবহৃত শব্দগুলি "কার্যক্রমের পক্ষ" বা "মামলার পক্ষ" এর মতো হয়, তবে এর একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়ার জন্য আইনসভার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবে, একই সময়ে, "আগ্রহী পক্ষ" হিসাবে ব্যবহৃত শব্দগুলি, যা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে সংজ্ঞায়িত নয়, সেগুলিকে একটি বৃহত্তর অর্থ দিতে হবে।

ফৌজদারি প্রশাসনে একটি বিচারীয় সংস্থা হিসাবে, রাজ্যকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৬(২)-এর অর্থ অনুযায়ী একটি আগ্রহী পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে আইনকে আইনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তাকে পরাজিত করার জন্য নয়। আবেদনকারী-রাজ্য, ফৌজদারি প্রশাসনে একটি মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা হওয়ায়, এই প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণভাবে আগ্রহী, যেমনটি, রাজ্যকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৬ এর উপ-ধারা (২) এর অর্থ অনুযায়ী "আগ্রহী পক্ষ" হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পিটিশনটি, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৬ এর অধীনে দাখিল করা হয়েছে, তা রাজ্যের পক্ষে রক্ষণীয়। ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কে. আনবাঝাগান বনাম পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং অন্যান্য ২০০৪ (৩) এসসিসি ৭৬ ৭: [২০০৩] ৫ সাপ্লাই এসসিআর ৬১০ - নির্ভরযোগ্য।

১.৩। পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথৌর থানার ফাইলে ২০১৯ সালের অপরাধ নং ০৫-এর তদন্ত এখনও তদন্তের পর্যায়ে থাকায় এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অভাবে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনে স্থানান্তরের জন্য আবেদনকারীর দ্বারা কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি, যা রিট পিটিশনে প্রতিকারের জন্য চাওয়া হয়েছে।

রাম চন্দ্র সিং সাগর (ডি.আর.) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ১৯৭৮ (২) এসসিসি ৩৫: [১৯৭৮] ২ এসসিআর ৬০৪ উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৪। এটি স্পষ্টভাবে ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার একটি উপযুক্ত মামলা, যা আবেদনের ২৬(খ) নং অনুচ্ছেদে চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করার জন্য, ৩য় বিবাদীকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেল, রোপার জেলা থেকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে স্থানান্তরের নির্দেশ দিতে হবে। বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক), এলাহাবাদের বিচারাধীন মামলা এবং অবস্থা সম্পর্কিত কোনো বিতর্ক নেই, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ৩য় বিবাদী গ্যাংস্টার আইনের অধীনে অপরাধ ছাড়াও হত্যাচেষ্টা, হত্যা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মামলায় জড়িত। আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত এই দশটি মামলা বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও, আবেদনকারী এমন মামলাগুলির তালিকা দিয়েছে, যেখানে

মাউ জেলা ইত্যাদিতে নিবন্ধিত বিভিন্ন অপরাধে আদালত কর্তৃক পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, এবং যখন পুলিশ হেফাজত চাইতে গিয়েছিল, তখন ১ নং বিবাদী চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে হেফাজত হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল। উৎপাদন না করার কারণগুলি একটি সারণী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪.০২.২০১৯ থেকে ১৪.০২.২০২০ সময়কালে, ১ নং বিবাদী কর্তৃক ২৬ বার উত্তরপ্রদেশের পুলিশকে হেফাজত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। হেফাজত না দেওয়ার কারণগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এটি মূলত ডায়াবেটিস মেলিটাস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, কোমর ব্যথা, গলা ব্যথা ইত্যাদির মতো চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণের উল্লেখ করে করা হয়েছে। যদিও, আবেদনকারীর বক্তব্য হলো যে পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মাথোর থানায় ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধের মামলাটি মূলত ৩য় বিবাদীর ষড়যন্ত্রের অংশ, যাতে তিনি পাঞ্জাবের কারাগারে থাকতে পারেন, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচারগুলি প্রলম্বিত করতে এবং তার বিরুদ্ধে নিবন্ধিত অন্যান্য বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত সম্পূর্ণ করার জন্য তার উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারেন। এই পর্যায়ে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের উপর কোনো সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা হয়নি, তবে, একই সময়ে, এই আদালত সন্তুষ্ট যে ডায়াবেটিস মেলিটাস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, কোমর ব্যথা, গলা ব্যথা ইত্যাদির মতো সাধারণ রোগের উল্লেখ করে চিকিৎসা সংক্রান্ত অজুহাতে প্রতিবার উত্তরপ্রদেশের পুলিশকে হেফাজত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মোহালি জেলা, পাঞ্জাবের মাথোর থানা পুলিশ কর্তৃক সংবিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (অভিযোগপত্র) দাখিল না করার কারণে ৩য় বিবাদী কর্তৃক অনাদায়ী জামিনের জন্যও আবেদন না করার বিষয়টি ৩য় বিবাদীর আচরণ সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ তৈরি করে। যদিও ৩য় বিবাদীর বক্তব্য হলো যে বেশিরভাগ মামলায় তাকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে এটি নিজে থেকে চাওয়া ত্রাণের বিরোধিতা করার কোনো কারণ নয়। যদিও, পূর্ববর্তী মামলাগুলি বিভিন্ন দায়রা আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং শুধুমাত্র মামলাগুলিকে দ্রুত করার জন্য, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক ২০১৮ সালে সাংসদ/বিধায়কদের মামলার বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছিল। এই গঠনের পর, সমস্ত মামলা যেখানে ৩য় বিবাদী ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং গ্যাংস্টার আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিল, সেগুলি বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সবই বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারাধীন রয়েছে। বিশেষ আদালতের আদেশের পর, শুধুমাত্র ৩য় বিবাদীকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বান্দা কারাগারে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।

অতএব, একজন দোষী সাব্যস্ত বা বিচারাধীন বন্দী, যিনি দেশের আইন অমান্য করেন, তিনি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে তার স্থানান্তরের বিরোধিতা করতে পারেন না, সে দোষী সাব্যস্ত বা বিচারাধীন বন্দী হোক না কেন। যখন আইনের শাসনকে দায়মুক্তির সাথে বিরোধিতা করা হয়, তখন আদালতকে অসহায় দর্শক হিসাবে থাকতে দেওয়া যায় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই আদালত ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে একজন বন্দীকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারে। যদিও, বন্দী স্থানান্তর আইন, ১৯৫০ নামে একটি পৃথক আইন রয়েছে, যা সরকার কর্তৃক একজন বন্দীকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের অনুমতি দেয়, তবে এটি আইনের ধারা ৩ দ্বারা সীমাবদ্ধ, যেমনটি, আবেদনকারীর দাবি এর মধ্যে পড়বে না। এমনকি তখনও এই আদালত, ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আবেদনকারী কর্তৃক অনুরোধ করা পরিস্থিতিতে বন্দীর স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। পরিস্থিতি প্রতিকারের জন্য আইনের হাত যথেষ্ট লম্বা। যদি আবেদনকারীর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তাহলে জেল কর্তৃপক্ষ সব রকম যত্ন নেবে, কিন্তু, একই সময়ে, ছোটখাটো অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে অসুস্থতার বিশাল অজুহাতে, অভিযুক্ত / ৩য় বিবাদী রিট পিটিশনে চাওয়া ত্রাণের বিরোধিতা করতে পারে না।

আশা রঞ্জন বনাম বিহার রাজ্য ২০১৭ (৪) এস সি সি ৩৯৭: [২০১৭] ১ এস সি আর ৯৪৫ – নির্ভর করা হয়েছে।

ভারত ইউনিয়ন বনাম ভি. শ্রীহরণ ২০১৬ (৭) এস সি সি ১: [২০১৫] ১৪ এস সি আর ৬১৩; এ.পি. খ্রিস্টান মেডিকেল এডুকেশনাল সোসাইটি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ১৯৮৬ (২) এস সি সি ৬৬৭: [১৯৮৬] ২ এস সি আর ৭৪৯; উজ্জম বাই বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য [১৯৬৩] ১ এস সি আর ৭৭৮; স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লি. বনাম বাণিজ্যিক কর আধিকারিক [১৯৬৪] ৪ এস সি আর ৯৯; কফি বোর্ড ব্যাঙ্গালোর বনাম জয়েন্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার মাদ্রাজ ১৯৬৯ (৩) এস সি সি ৩৪৯: [১৯৭০] ৩ এস সি আর ১৪৭; এ.বি. ভাস্করা রাও বনাম সিবিআই ২০১১ (১০) এস সি সি ২৫৯: [২০১১] ১২ এস সি আর ৭১৮; হরিয়ানা রাজ্য বনাম সুমিত্রা দেবী ২০০৪ (১২) এস সি সি ৩২২: [২০০৩] ৫ সম্পূরক এস সি আর ৩৫১; সাইহবা আলি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ২০০৩ (৭) এস সি সি ২৫০; কল্যাণ চন্দ্র সরকার বনাম রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব ও অন্যান্যা ২০০৫ (৩) এস সি সি ২৮৪ – উল্লেখিত হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৫] ১৪ এসসিআর ৬১৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৮৬] ২ এসসিআর ৭৪৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৬৩] ১ এসসিআর ৭৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৬৪] ৪ এসসিআর ৯৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৭০] ৩ এসসিআর ১৪৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০৩] ৫ সম্পূরক এসসিআর ৬১০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৭৮] ২ এসসিআর ৬০৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০, ২১
[২০১১] ১২ এসসিআর ৭১৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০০৩] ৫ সম্পূরক এসসিআর ৩৫১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
(২০০৩) ৭ এসসিসি ২৫০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
(২০০৫) ৩ এসসিসি ২৮৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০১৭] ১ এসসিআর ৯৪৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭

ফৌজদারি মূল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের রিট পিটিশন (ফৌজদারি) নং ৪০৯ ।

(ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে)

সাথে

২০২১ সালের স্থানান্তর আবেদন (ফৌজদারি) নং. ১০৪-১১৪ ।

তুষার মেহতা, এসজি, মুকুল রোহতগি, ভি. কে. শুক্লা, দুষ্যন্ত দাভে, প্রবীণ আইনজীবী., সুশ্রী গরিমা প্রসাদ, কানু আগরওয়াল, সঞ্জয় আগরওয়াল, সুশ্রী আস্থা দীপ, সুশ্রী পারুল শুক্লা, সুশ্রী দেওয়ানশি পোপট, সুশ্রী রণজেক্টা রোহতগি, সুশ্রী নেহা সাঙ্গওয়ান, সুশ্রী সামতেন ডোমা, আইনজীবী. উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছিলেন

আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি

(২০২০ সালের রিট পিটিশন (ফৌজদারি) নং ৪০৯)

এই রিট পিটিশনটি ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (ফৌজদারি কার্যবিধি) এর ৪০৬ ধারার সাথে পঠিত হয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক ম্যান্ডামাস রিট চেয়ে এবং যথাযথ নির্দেশনার জন্য দাখিল করা হয়েছে। এতে বিবাদী-পাঞ্জাব রাজ্য এবং পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ কে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে যে, 'স্টেট অফ পাঞ্জাব বনাম মুখতার আনসারি' শিরোনামে পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ এর বিচারাধীন কেস ক্রাইম নং ০৫/২০১৯ এর ফৌজদারি কার্যক্রম এবং বিচার উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক) আদালতে স্থানান্তর করা হোক। এছাড়াও, বিবাদী নং ১ এবং ২ কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেল, রোপার জেলা থেকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে হস্তান্তর করুক।

পঞ্জাব রাজ্য বনাম মুখতার আনসারি' শিরোনামে পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১-এর সামনে বিচারাধীন ২০১৯ সালের অপরাধ মামলার ফৌজদারি কার্যধারা এবং বিচারকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের বিশেষ বিচারপতির (এমপি/বিধায়ক) আদালতে স্থানান্তর করার জন্য পাঞ্জাবের মোহালি রাজ্যের লেমেড বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। আবেদনকারী-রাজ্যের মামলা, যেমনটি রিট পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:।

I. তৃতীয় বিবাদী, উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার একজন বর্তমান বিধায়ক। আবেদনকারী-রাজ্যের বক্তব্য যে, অতীতে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদী মোহাম্মদ মুখতার আনসারীর বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমানে তার বিরুদ্ধে দশটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় ও অন্যান্য বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শিরোনামের রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৬৯৯/২০১৬-তে এই আদালত কর্তৃক ১০.০৯.২০২০ এবং ১৬.০৯.২০২০ তারিখের আদেশে জারি করা নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে সমস্ত বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা সাংসদ ও বিধায়কদের মামলা নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হয়েছে। অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে বিচারাধীন দশটি ফৌজদারি মামলা বিভিন্ন জেলা থেকে বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং বিশেষ আদালত কর্তৃক পাসকৃত আদেশ অনুযায়ী, অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আদালতে হাজির করা যায়। এরপর, মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং কিছু মামলা যুক্তিতর্কের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

II. আবেদনকারী-রাজ্যের বক্তব্য হলো যে, অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীর দ্বারা ষড়যন্ত্রের কারণে, পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথোর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৬ এবং ৫০৬ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধের একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। কথিত আছে যে, সুশ্রী রিজওয়ানা বানু নামে একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফোনের ভিত্তিতে এই অপরাধটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯.০১.২০১৯ তারিখে পাঞ্জাবের মোহালি থানায় ০৫ নং অপরাধের মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পর, পাঞ্জাবের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৭ ধারার অধীনে একটি হাজির করার পরোয়ানা জারি করেন, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারের প্রবীণ সুপারিনটেনডেন্ট, এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (সাংসদ/বিধায়ক) আদালতের অনুমতি না নিয়েই অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীকে পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেন। পাঞ্জাবের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ কর্তৃক জারি করা পুনঃপ্রেরন আদেশের পর, তৃতীয় বিবাদীকে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর কারাগারে রাখা হয়েছে।

III. এতে বলা হয়েছে যে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলা কারাগার, বান্দা, উত্তরপ্রদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ২৬৭(২) ধারার লঙ্ঘন এবং ফলস্বরূপ, তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং তা বিচারাধীন রয়েছে।

IV. অভিযোগ করা হয়েছে যে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালি, পাঞ্জাব, অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীকে জেলা কারাগার, বান্দা, উত্তরপ্রদেশে ফেরত না পাঠিয়ে, তাকে আদালতে হাজির করার পর, ২৪.০১.২০১৯ তারিখে তাকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলার জেলা কারাগারে পাঠানো হয় এবং তারপর থেকে তিনি একই জেলে রয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়নি এবং তৃতীয় বিবাদী ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ১৬৭(২) ধারা অনুযায়ী অনাদায়ী জামিনের জন্য আবেদন করেননি।

V. আবেদনকারীর তরফে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী পাঞ্জাবের জেলে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। যদিও, গত দুই বছর ধরে, রূপনগর জেল, জেলা রোপার, পাঞ্জাব থেকে বিভিন্ন উৎপাদন পরোয়ানা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন আদালতে হাজির করার জন্য জারি করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ প্রতিবারই জেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে অসুস্থতার অজুহাতে হেফাজতে দিতে অস্বীকার করেছে। ১৭.০৮.২০১৯, ২৭.০৮.২০১৯, ২৯.০৮.২০১৯, ০২.০৯.২০১৯, ০৪.০৯.২০১৯, ০৮.০৯.২০১৯, ১১.০৯.২০১৯, ১৩.০৯.২০১৯, ২০.০৯.২০১৯, ২৬.০৯.২০১৯, ২৭.০৯.২০১৯ এবং ০২.১০.২০১৯ তারিখের মেডিকেল প্রতিবেদনগুলি দেখাচ্ছিল যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী অসুস্থ ছিলেন। যদিও মেডিকেল প্রতিবেদনে ডায়াবেটিস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, কোমর ব্যথা ইত্যাদি ছাড়া কোনো গুরুতর অসুস্থতা প্রকাশ পায়নি, তবুও তৃতীয় বিবাদীর হেফাজত স্বাস্থ্যগত কারণে অস্বীকার করা হয়েছে।

VI. এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে রাজ্য বিভিন্ন আদালতে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীকে হাজির করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও, উত্তরপ্রদেশে তার উপস্থিতি প্রয়োজন হলেও, পাঞ্জাবের জেল কর্তৃপক্ষ তাকে হেফাজতে দিতে অস্বীকার করায় তাকে হাজির করা যায়নি এবং সেই কারণে, একটি অজুহাত বা অন্য কোনো অজুহাতে উৎপাদন পরোয়ানা কার্যকর করা হচ্ছে না।

VII. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো যে, অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদী উত্তরপ্রদেশের বাইরে (পাঞ্জাবে) তার কারাবাস চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন এবং বিশেষ আদালত ও অন্যান্য আদালতে তার উপস্থিতি এড়িয়ে চলছেন, যেখানে অসংখ্য ফৌজদারি মামলা হাজিরা/বিচার/যুক্তিতর্কের জন্য এসেছে।

৩। জেলা কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রূপনগর, পাঞ্জাব (১ম বিবাদী) এবং পাঞ্জাব রাজ্য (২য় বিবাদী)-এর পক্ষে একটি পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। রিট পিটিশনে করা বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করে, বিবাদী নং ১ ও ২-এর বক্তব্য নিম্নরূপ:

I. রিট পিটিশন, যা ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মৌলিক অধিকারের কোনো লঙ্ঘন হয়নি এবং উপরন্তু, রিট পিটিশন ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারার অধীনেও গ্রহণযোগ্য নয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, অ্যাটর্নি-জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বা কোনো আগ্রহী পক্ষের আবেদন সাপেক্ষেই স্থানান্তরের আবেদন গ্রহণযোগ্য। সেহেতু, আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ২০১৯ সালের ৫ নং মামলার স্থানান্তর চেয়ে কোনো আবেদন দাখিল করতে পারে না, যা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালি, পাঞ্জাব রাজ্যে বিচারাধীন রয়েছে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্য কোনো আদালতে।

II. অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী বর্তমানে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা কারাগারে আটক রয়েছেন, ০৮.০১.২০১৮ তারিখে মাথুর পুলিশ থানা, জেলা এসএএস নগর (মোহালি), পাঞ্জাব রাজ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৬ ও ৫০৬ ধারার অধীনে ৫ নং এফআইআর-এর সাথে যুক্ত হয়ে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৭ ধারার অধীনে উৎপাদন পরোয়ানা জারি করেছেন এবং উক্ত পরোয়ানাসমূহ বিবেচনা করে, অভিযুক্তকে ২২.০১.২০১৯ তারিখে বান্দা, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের জেলা কারাগার থেকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা কারাগারে আছেন, যা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালি, পাঞ্জাব রাজ্যের ২৪.০১.২০১৯ তারিখে উপরোক্ত মামলায় জারি করা পুন:প্রেরণের আদেশ অনুসারে।

III. এই বিষয়ে বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবের মোহালির হোমল্যান্ড হাইটস-এর সি.ই.ও. শ্রী উমং জিন্দালের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ৬৩৯০৪০৭৭০৯ মোবাইল নম্বর থেকে ১০ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করে একটি ফোন এসেছিল। তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত / ৩য় বিবাদী তাকে ০৭.০১.২০১৯ তারিখে ফোন করেছিলেন, যার ফলে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাকে এই মামলায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / ৩য় বিবাদী মোহাম্মদ মুখতার আনসারি পি.এস. মোরিন্দার নথি অনুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ পঠিত ৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২৬.১১.২০১৪ তারিখের এফআইআর নং ২৫২ মামলায় একজন অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং এই মামলায় তাকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

IV. এতে বলা হয়েছে যে জেলের নথি অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৪টি অন্যান্য মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং উল্লিখিত মামলাগুলির মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচার আদালত অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী ইতিমধ্যে এই মামলাগুলিতে হাজির হচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলাগুলির বিবরণ সারণী আকারে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, এতে বলা হয়েছে যে ১০.০২.২০২০ তারিখের আদেশ অনুসারে, প্রিসাইডিং অফিসার, বিশেষ আদালত এমপি/এমএলএ, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ জেল কর্তৃপক্ষের পাঠানো প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, উত্তরপ্রদেশকে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর অসুস্থতা মূল্যায়নের জন্য তিন ডাক্তার সমন্বিত একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে, ডাক্তারদের একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং ২৭.০২.২০২০ তারিখের একটি চিঠি দ্বারা মেডিকেল প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী / বিচারাধীন বন্দী মোহাম্মদ মুখতার আনসারী, রূপনগর জেলা কারাগারে ভর্তির সময় থেকে অর্থাৎ ২৪.০১.২০১৯ থেকে সময় সময় জেল হাসপাতালে এবং অন্যান্য মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারিখ অনুযায়ী চিকিৎসা পরীক্ষার বিবরণ একটি সারণী আকারে সরবরাহ করা হয়েছে।

V. এতে বলা হয়েছে যে উপরিউক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীকে আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না, কারণ তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা / মেডিকেল বোর্ডের বিশেষজ্ঞের মতামত এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৯নং ধারার অধীনে বিবাদী পক্ষের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী ২০১৯ সালের ৫ নং অপরাধে নিবন্ধিত একটি মামলার সূত্রে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর জেলে আটক রয়েছেন।

VI. এতে বলা হয়েছে যে, হলফনামাকারীর কার্যালয়ে উপলব্ধ নথি অনুযায়ী, অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়নি এবং তিনি জামিনের আবেদনও করেননি। হলফনামাকারীর ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৯ ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর স্বাস্থ্যগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না।

আর্জিগুলি সহ, পাল্টা হলফনামায়, বিবাদী নং ১ এবং ২ রিট পিটিশন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৪। অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী মোহাম্মদ মুখতার আনসারী একটি পৃথক পাল্টা হলফনামা দাখিল করেছেন। রিট পিটিশনে করা বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করে, পাল্টা হলফনামায় উল্লিখিত মামলার বিষয়টি নিম্নরূপঃ

I. অভিযুক্ত / বিবাদী নং ৩ মাউ নির্বাচনী এলাকা থেকে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-এর একজন বর্তমান বিধায়ক। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের সাথে তার তিক্ত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের (শ্রী ব্রিজেশ সিং সহ, যিনি বর্তমানে একজন ক্ষমতাসীন বিধায়ক) সাথে তার আপাত বিরোধিতার কারণে তাকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী ২৫.১০.২০০৫ সাল থেকে অর্থাৎ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে জেলে আছেন এবং বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি চান। ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধে নিবন্ধিত মামলার সাথে যুক্ত হয়ে তাকে পুলিশ থানা মাথুর, জেলা মোহালি, পাঞ্জাব রাজ্যের হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পাশ করা একটি পুনঃপ্রেরন আদেশ অনুসারে তাকে ০৮.০১.২০১৯ তারিখে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর জেলে পুনঃপ্রেরনে পাঠানো হয়েছিল এবং বর্তমানে সেখানেই তিনি আটক রয়েছেন। তিনি জেল থেকে শেষ তিনটি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, যা পূর্ব উত্তরপ্রদেশের জনগণের প্রতি তার সমর্থন প্রমাণ করে। রিট পিটিশনে উল্লিখিত বিচারাধীন দশটি মামলার মধ্যে, তিনি ইতিমধ্যেই ট্রায়াল আদালত থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন এবং তিনি বর্তমানে মামলাগুলিতে হাজির হচ্ছেন। বাকি একটি মামলার জন্য, অর্থাৎ এস.টি. নং ২২/২০০৫ (যেমন পেজ-ডি-এর ক্রমিক নং ০৫), ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার আবেদন বিশেষ আদালত (এমপি/এমএলএ)-এর সামনে বিচারাধীন রয়েছে। প্রতিটি মামলার বর্তমান অবস্থা সারণী আকারে দেখানো হয়েছে, এবং এতে বলা হয়েছে যে তিনি নিয়মিতভাবে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বিচারগুলিতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হচ্ছেন।

II. রিট পিটিশনে করা অভিযোগের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটি সংবিধানের ১৪ এবং ২১নং অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না, এবং এটি 'রাজ্য'-এর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 'ব্যক্তিদের' দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যেমন, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে না। যেহেতু তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বিচারাধীন মামলাগুলিতে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হচ্ছেন, তাই আবেদনকারী-রাজ্য রিট পিটিশনে চাওয়া প্রতিকার চাইতে পারে না।

III. ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার বিধান উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উক্ত আবেদন কেবল ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা কোনো আগ্রহী পক্ষের দ্বারা দাখিল করা যেতে পারে, এবং বর্তমান আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্যকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আগ্রহী পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আবেদনকারী উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীকে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রদানকারী বিভিন্ন আদেশ গোপন করেছে এবং প্রতিকার চেয়েছে, তাই উক্ত কারণেও এটি বাতিল করা উচিত।

IV. এতে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী পাঞ্জাবের জেলে বন্দী হওয়ার পরেও, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলাগুলিতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হচ্ছেন। তিনি নিজেও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের জন্য আগ্রহী, যাতে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মিথ্যা মামলা শেষ করা যায়।

V. ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তার হাজিরার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যে তিনটি মামলায় তিনি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হয়েছেন, সেগুলিতে তিনি ইতিমধ্যেই খালাস পেয়েছেন। তার বিরুদ্ধে নতুন দায়ের করা মামলাগুলিতেও তাকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

VI. তার স্বাস্থ্যগত অবস্থার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তার বয়স প্রায় ৬৫ বছর এবং তিনি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস-এর মতো রোগে ভুগছেন এবং তার এনজিওগ্রাফিও করা হয়েছে। তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তার এবং মেডিকেল বোর্ড তাকে কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন, যা পিজিআই, চণ্ডীগড়ও অনুমোদন করেছে।

VII. তার পারিবারিক পটভূমি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তিনি একটি সম্মানিত পরিবার থেকে এসেছেন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তার জীবনের ওপর একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে। পাল্টা হলফনামায় কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ১৫.০৭.২০০১ এবং ১৩.০১.২০১৪ তারিখে তার ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। আরও বলা হয়েছে যে শ্রী ব্রিজেশ সিং এবং অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, এবং এটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে সুপরিচিত। আরও বলা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের দ্বারা খোলাখুলি হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর রাজনৈতিক বিরোধীরা বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাকে চাপ দিচ্ছে যাতে বিবাদীর মামলায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করা যায় এবং তার জীবনের ওপর হুমকি বজায় থাকে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে তার দ্বারা দাখিল করা কিছু অভিযোগের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে অযাচিত হয়রানির কারণে তার পরিবারের সদস্যরা উত্তরপ্রদেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চালানো হচ্ছে।

VIII. এতে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদীর মনে আশঙ্কা থাকায়, তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য থেকে তার মামলাগুলি স্থানান্তরেরও আবেদন করেছেন এবং বলেছেন যে তাকে অসুবিধায় ফেলার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

IX. এতে বলা হয়েছে যে তার জীবনের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু তাকে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই আবেদন অনুযায়ী স্থানান্তরের আবেদন করার কোনো কারণ নেই। উপরন্তু, সমস্ত বিচারে তার জীবনের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, তাকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং আরও, তিনি যে অসুস্থতায় ভুগছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী-রাজ্য কর্তৃক স্থানান্তরের আবেদন চেয়ে দায়ের করা রিট পিটিশনে কোনো সারবত্তা নেই। এতে বলা হয়েছে যে তিনি নিজেই মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে আগ্রহী এবং তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তার দ্বারা প্রতিটি প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

পাল্টা হলফনামায় উল্লিখিত উপরিউক্ত দাবীগুলির সাথে, তৃতীয় বিবাদী রিট পিটিশন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৬। আমরা আবেদনকারীর পক্ষে হাজির শ্রী তুষার মেহতা, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল, এবং বিবাদী ১ ও ২ এর পক্ষে হাজির শ্রী দুষ্মন্ত দাভে, বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল, এবং তৃতীয় বিবাদীর পক্ষে হাজির শ্রী মুকুল রোহতগি, বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল এর বক্তব্য শুনেছি।

৭। শ্রী তুষার মেহতা, বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল, এই মর্মে সওয়াল করেছেন যে, অভিযুক্ত নং ৩ একাধিক মামলায় জড়িত, যেখানে খুন, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং গ্যাংস্টার আইন ইত্যাদির অধীনে গুরুতর অভিযোগের বিচার বিচারাধীন রয়েছে এবং সমস্ত মামলা এলাহাবাদ হাইআদালত কর্তৃক গঠিত বিশেষ আদালতে, এম.পি./এম.এল.এ.-দের মামলা পরিচালনার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে বিবাদী নং ৩-কে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে প্রতিটি মামলার প্রতিটি তারিখে বিবাদী নং ৩-কে আদালতে হাজির করা যায় এবং বিচার দ্রুত শেষ করা যায়।দাখিল করা হয়েছে যে, পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৬ এবং ৫০৬ নং ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২০১৯ সালের ৫ নং অপরাধের মামলায়, মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৭ নং ধারার অধীনে হাজির করার একটি পরোয়ানা জারি করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারের প্রবীণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (এমপি/এমএলএ) আদালতের কোনো অনুমোদন / আদেশ ছাড়াই ৩য় বিবাদীর হেফাজত দেন, এবং এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৭(২)নং ধারার বিধানের সম্পূর্ণ অবমাননা ছিল। জমা দেওয়া হয়েছে যে, বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালি, বিবাদী নং ৩-কে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে ফেরত না পাঠিয়ে, ২৪.০১.২০১৯ তারিখে তাকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা

কারাগারে পাঠিয়েছেন। এই মর্মে দাখিল করা হচ্ছে যে, বিশেষ বিচারক (এমপি/এমএলএ) আদালত এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বেশ কয়েকটি আদালত থেকে ৩য় বিবাদীকে পাঞ্জাবের রূপনগরজেলা কারাগার থেকে আনার জন্য বিপুল সংখ্যক ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে, কিন্তু ৩য় বিবাদীকে হেফাজতে নেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ হলো, প্রতিবারই জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ৩য় বিবাদীর অসুস্থতার অজুহাতে তাকে হেফাজতে দিতে অস্বীকার করেছেন। অসুস্থতার প্রতিবেদনগুলিতে কোনো গুরুতর অসুস্থতার ইঙ্গিত নেই এবং কেবলমাত্র আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কাছে তার হেফাজত এড়ানোর জন্যই এই ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

৮। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা রিট পিটিশন ভারতের সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদের অধীনে অবশ্যই রক্ষণীয়, কারণ অপরাধের শিকারদের পক্ষে এবং একটি নাগরিকের বিরুদ্ধে অপরাধ রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ - এই ধারণার ভিত্তিতে অপরাধমূলক বিচার প্রশাসনের দায়িত্ব রাজ্যের উপর ন্যস্ত। ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনটি রক্ষণীয় প্রমাণ করার জন্য, বিজ্ঞ আইনজীবী ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ভি. শ্রীহরণ[১] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। এছাড়াও, দাখিল করা হয়েছে যে, কোনো পরিস্থিতিতেই, আবেদনটি কেবল ভারতের সংবিধানের ৩২নংঅনুচ্ছেদের অধীনেই দায়ের করা হয়নি, বরং এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ (২)নং ধারায় ব্যবহৃত "আগ্রহী পক্ষ" শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। পেশ করা হচ্ছে যে "আগ্রহী পক্ষ" শব্দগুলি একটি ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে, অতএব, রাজ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বৃহত্তর অর্থ দেওয়া উচিত, কারণ ফৌজদারি বিচার প্রশাসনের উদ্দেশ্য হল আইনের শাসন সংরক্ষণ ও রক্ষা করা। তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ আইনজীবী কে. আনবাঝাগান বনাম পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অন্যান্য[২] মামলার এই আদালতের রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন।

৯। আরও পেশ করা হচ্ছে যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে, এই আদালত ভারতের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, যেহেতু ৩য় বিবাদীকে জড়িত বেশ কয়েকটি গুরুতর মামলার বিচার উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে চলছে।

১০। আরও পেশ করা হচ্ছে যে, অভিযুক্ত / বিবাদী নং ৩ পাঞ্জাবের জেল থেকেও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে তার অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন, যেমন, ০৫.০৪.২০২০ তারিখে, পুলিশ থানা দক্ষিণ টোলা, মাউ, উত্তরপ্রদেশ-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ১২০-খ নং ধারা এবং অস্ত্র আইনের ৭ ধারার অধীনে ২০২০ সালের ০৪ নং এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

[১] ২০১৬ (৭) এসসিসি ১

[২] ২০০৪ (৩) এসসিসি ৭৬৭

এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, পাল্টা হলফনামায় উল্লিখিত কথিত অসুস্থতাগুলি গুরুতর প্রকৃতির নয়। উপরন্তু, পেশ করা হচ্ছে যে বিবাদীদের দ্বারা মেডিকেল প্রতিবেদনগুলিতে দেখানো অসুস্থতাগুলি নতুন নয়, ২০০৮ সাল থেকেই তার এই ধরনের অসুস্থতা ছিল, এবং গাজীপুর জেলা কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক জারি করা মেডিকেল শংসাপত্র থেকে এটি স্পষ্ট। পেশ করা হচ্ছে যে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগরজেলা কারাগার থেকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে ৩য় বিবাদীকে স্থানান্তর করা অপরিহার্য এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপস্থিতি উদ্দেশ্য পূরণ করবে না, এই কারণে যে অতীতে বেশ কয়েকবার তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়নি। ফলস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচারগুলিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে। ৩য় বিবাদীর জীবনের কথিত হুমকিও ভিত্তিহীন এবং এটি ৩য় বিবাদীর হেফাজত হস্তান্তর না করার কারণ হতে পারে না। অন্য একজন অভিযুক্ত শ্রী ব্রিজেশ সিংয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো বাস্তব ভিত্তি ছাড়া, কারণ শ্রী ব্রিজেশ সিংও গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে উত্তরপ্রদেশের জেলে আটক আছেন। উপরন্তু, গত পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে ৩য় বিবাদী নিরাপদে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে আটক ছিলেন এবং তাকে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল।

১১। বিবাদী নং ১ ও ২ এর পক্ষে হাজির শ্রী দুষ্মন্ত দাভে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, শুরুতেই এই মর্মে সওয়াল করেছেন যে, ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪০৬ ধারার সাথে পঠিত হয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয়। পেশ করা হচ্ছে যে, ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে নিশ্চিত মৌলিক অধিকারগুলির প্রয়োগ, যেমন, আবেদনকারী, একটি রাজ্য হওয়ায়, ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে নিশ্চিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আন্দোলন করতে পারে না। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, তার সওয়ালের সমর্থনে, এই আদালতের এ.পি. খ্রিস্টান মেডিকেল এডুকেশনাল সোসাইটি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার[৩] মামলার রায় এবং উজ্জাম বাই বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[৪] মামলার রায় এবং স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার[৫] মামলার রায় এবং কফি বোর্ড ব্যাঙ্গালোর বনাম জয়েন্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার মাদ্রাজ[৬] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১২। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরও পেশ করা হচ্ছে যে, যেহেতু মামলাটি তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে, তাই আবেদনকারী কার্যত দেশের এক থানা থেকে অন্য থানায় তদন্ত স্থানান্তরের দাবি করছেন এবং এটি অনুমোদিত নয়।

[৩] ১৯৮৬(২)এসসিসি ৬৬৭

[৪] ১৯৬৩(১)এসসিআর ৭৭৮

[৫] ১৯৬৪(৪)এসসিআর ৯৯

[৬] ১৯৬৯(৩)এসসিসি ৩৪৯

এই যুক্তির সমর্থনে, রাম চন্দর সিং সাগর (ডাঃ) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য৭ মামলার এই আদালতের রায়ের উপরও নির্ভর করা হয়েছে। এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার উল্লেখ করে, বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে যে, এই ধারার অধীনে কাজ করার জন্য এই আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে আবেদনটি ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা একজন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হয়। পেশ করা হয়েছে যে, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক এমন কোনো আবেদনের অনুপস্থিতিতে, আবেদনকারী-রাজ্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনেও স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে না। পরিশেষে, পেশ করা হয়েছে যে, আবেদনকারী এই আদালতের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদ প্রয়োগেরও দাবি করতে পারে না, কারণ কোনো নির্দেশনা জারি করা যাবে না যা মৌলিক সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলির পরিপন্থী হবে।

১৩। তৃতীয় বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল শ্রী মুকুল রোহতগি এই মর্মে সওয়াল করেছেন যে, আবেদনকারী-উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা রিট পিটিশন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আবেদনকারী-রাজ্য ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে নিশ্চিত কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারে না। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, কোনো ভুক্তভোগী/অভিযোগকারী এই আদালতে প্রতিকার চেয়ে আসেননি, যার অনুপস্থিতিতে আবেদনকারী-রাজ্য চাওয়া প্রতিকারের অধিকারী নয়। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত সুষ্ঠু বিচার, অভিযুক্ত এবং সাক্ষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, এবং রাজ্য এই অভিযোগ করতে পারে না যে সুষ্ঠু বিচারের জন্য অভিযুক্ত/তৃতীয় বিবাদীর হেফাজতে উপস্থিতি প্রয়োজন। উপরন্তু, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬নং ধারার বিধান উল্লেখ করে, এই মর্মেও পেশ করা হচ্ছে যে, কেবলমাত্র যে ক্ষেত্রে ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা একজন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক আবেদন দায়ের করা হয়, সেই ক্ষেত্রেই এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি.-এর ৪০৬নং ধারার অধীনে কাজ করতে পারে, কিন্তু রাজ্যের অনুরোধে নয়। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, ভারতের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতাগুলিও একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, বিবাদী নং ৩ ২০০৫ সাল থেকে জেলে বন্দী আছেন, যেমন, বিচার বিলম্বিত করার জন্য তার উপর কোনো বিলম্ব আরোপ করা যাবে না। উপরন্তু, এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, তৃতীয় বিবাদী আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত মামলাগুলিতে নিয়মিতভাবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হচ্ছেন, যেমন, বিচার কার্যক্রমে কোনো বাধা নেই। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তৃতীয় বিবাদীর প্রতি গুরুতর হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত চাওয়া কোনো প্রতিকার নাও দিতে পারে। এই মর্মে পেশ করা হচ্ছে যে, কেবল তৃতীয় বিবাদীই নন, তৃতীয় বিবাদীর পরিবারের সকল সদস্যকে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে।

পরিশেষে, পেশ করা হচ্ছে যে, ৩য় বিবাদীকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বিচারাধীন সমস্ত বিচারে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া হোক এবং এই রিট পিটিশন, যা যোগ্যতাহীন, তা খারিজ করা হোক।

১৪। আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দাখিল করা বক্তব্য বিবেচনা করেছি এবং নথিতে উপলব্ধ উপাদানগুলি পরীক্ষা করেছি।

১৫। ৩য় বিবাদী/অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একজন বর্তমান বিধায়ক। আবেদনকারী-রাজ্যের বক্তব্য হলো, তিনি একাধিক মামলায় জড়িত যেখানে তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে, এবং এমন বেশ কয়েকটি মামলা এলাহাবাদে এমপি/এমএলএদের মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আবেদনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, ২০১৮ সালে এমপি/এমএলএদের মামলা বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের পর, এলাহাবাদ হাইআদালত সমস্ত মামলা একত্রিত করেছে। বিজ্ঞ বিশেষ বিচারকের আদেশ অনুসারে, ৩য় বিবাদীকে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। রিট পিটিশনে উল্লিখিত, বিচারের পর্যায়ে থাকা মামলাগুলির অবস্থা একটি সারণী আকারে দেওয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	থানা/জেলা	মামলা নম্বর	ধারা	মামলার অবস্থা
১।	দক্ষিন টোলা, মাউ	৩৯৯/২০১০, এস.টি. নং ১৩০/২০১০	৩০২, ৩০৭, ১২০ বি, ৩৪ দণ্ডবিধি,২৫/২৭ অস্ত্র আইন ও ৭ সিএলএ	যুক্তিতর্ক
২।	দক্ষিন টোলা, মাউ	৮৯১/২০১০এস.টি. নং ৬২০০০০২/২০১২	৩(১) ইউ.পি. গ্যাংস্টার আইন	অভিযোগ গঠনের পর্যায়
৩।	মহম্মদাবাদ, গাজিপুর	১১৮২/২০০৯এস.টি. নং ১০/২০১০	৩০৭, ৫০৬, ১২০ বি দণ্ডবিধি	সাক্ষ্যগ্রহণ
৪।	মহম্মদাবাদ, গাজিপুর	১০৫১/২০০৭এস.টি. নং ৬২০০০০৯/২০১২	৩(১) গ্যাংস্টার আইন	সাক্ষ্যগ্রহণ
৫।	মহম্মদাবাদ, গাজিপুর	২৬৩/১৯৯০এস.টি. নং ২২/২০০৫	৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ১২০ বি দণ্ডবিধি,৭/১৩ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন	অভিযোগ গঠনের পর্যায়
৬।	ভেলপুর, বারাণসী	৩৭৭/১৯৯৭এস.টি. নং ৩৫৪১/২০১১	৫০৬ দণ্ডবিধি (১.২৫ কোটি টাকার চাঁদাবাজি মামলা)	অভিযোগ গঠনের পর্যায়
৭।	চেতগঞ্জ, বারাণসী	২২৯/১৯৯১এস.টি. নং ২৬৫/২০০৭	১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ দণ্ডবিধি	সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য
৮।	করান্ডা, গাজিপুর	৪৮২/২০১০এস.টি. নং ৫৫৭/২০১২	৩(১) গ্যাংস্টার আইন	সাক্ষ্যগ্রহণ
৯।	কোটওয়ালি, গাজিপুর	১৯২/১৯৯৬এস.টি. নং ৬২০০০০৭/২০১২	৩(১) গ্যাংস্টার আইন	সাক্ষ্যগ্রহণ
১০।	টারওয়া, আজমগড়	২০/২০১৪এস.টি. নং ৬২০০১৯৫/২০১৮	৩০২, ৩০৭, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১২০বি,৫০৬ দণ্ডবিধি ও ৭ সিএলএ	অভিযোগ গঠনের পর্যায়

যখন পূর্বোক্ত মামলাগুলির বিচার চলছিল, তখন পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৬ ও ৫০৬ নং ধারার অধীনে ২০১৯ সালের ৫ নম্বর অপরাধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২৬৭নং ধারার অধীনে একটি হাজির করার পরোয়ানা জারি করেন, এবং বলা হয়েছে যে এর ফলস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এলাহাবাদের বিশেষ বিচারক (এমপি/এমএলএ) আদালতের কোনো পাল্টা স্বাক্ষর/অনুমতি ছাড়াই তাকে হেফাজত থেকে মুক্তি দেন। এরপর তাকে পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১ এর সামনে হাজির করা হয় এবং ২৪.০১.২০১৯ তারিখে পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা কারাগারে পুনঃপ্রেরনে পাঠানো হয়, তারপর থেকে তিনি সেখানেই রয়েছেন। বলা হয়েছে যে ১৪.০২.২০১৯ থেকে ১৪.০২.২০২০ সময়কালে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে হাজির করার জন্য পাঞ্জাবের রূপনগর জেলা কারাগারে আটক ৩য় বিবাদীর হাজির করারের জন্য প্রচুর সংখ্যক পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ৩য় বিবাদীর হেফাজত নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ প্রতিবারই পাঞ্জাবের রূপনগর জেলের জেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অসুস্থ এই অজুহাতে হেফাজত দিতে অস্বীকার করেছে। মনে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে হেফাজত অস্বীকার করার জন্য বিভিন্ন মেডিকেল প্রতিবেদনকে ভিত্তি করা হয়েছে। আবেদনকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হলো, ১৪.০২.২০১৯ থেকে ১৪.০২.২০২০ সময়কালে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন থানায় নথিভুক্ত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত ৩য় বিবাদীর বিরুদ্ধে জারি করা অসংখ্য পরোয়ানা কার্যকর করা যায়নি, কারণ পাঞ্জাবের রূপনগর জেলের জেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত/৩য় বিবাদী চিকিৎসাগতভাবে সুস্থ নন এই যুক্তিতে হেফাজত দিতে অস্বীকার করেছে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন থানার বিভিন্ন অপরাধে বেশ কয়েকটি মামলার সাথে সম্পর্কিত পরোয়ানা জারির তারিখ; এবং হাজির না করার কারণগুলিও আবেদনে একটি সারণী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

খ-পরোয়ানা জারির তারিখ	অভিযুক্তের হাজিরার নির্ধারিত তারিখ	এস.টি. নং / মামলা নং / থানা	হাজিরা না দেওয়ার কারণ
১৪.০২.২০১৯	২১.০২.২০১৯	১৩০/১০৩৯৯/১০দ ক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে অযোগ্য, অসুস্থ
০৭.০৩.২০১৯	০৮.০৩.২০১৯	১৩০/১০৩৯৯/১০দ ক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে অযোগ্য, অসুস্থ
২৮.০৩.২০১৯	৩০.০৩.২০১৯	১৩০/১০৩৯৯/১০দ ক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে অযোগ্য, অসুস্থ

খ-পরোয়ানা জারির তারিখ	অভিযুক্তের হাজিরার নির্ধারিত তারিখ	এস.টি. নং / মামলা নং / থানা	হাজিরা না দেওয়ার কারণ
১০.০৪.২০১৯	১১.০৪.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
২৯.০৪.২০১৯	৩০.০৪.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
২২.০৬.২০১৯	২৪.০৬.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
২৬.০৬.২০১৯ (স্থগিত)	২৮.০৬.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
০৪.০৭.২০১৯	০৫.০৭.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
২০.০৭.২০১৯	২২.০৭.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থ
২৩.০৭.২০১৯	২৬.০৭.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্ত ডায়াবেটিস মেলিটাস, পিভিডি (পরিধিগত ধমনী রোগ), ত্বকের অ্যালার্জি এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে
১৭.০৭.২০১৯	২২.০৭.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্তের উচ্চ মাত্রার জ্বর, গলা ব্যথা, পিঠে ও বুকে ব্যথা ছিল
২৭.০৭.২০১৯	৩০.০৭.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০,	অভিযুক্ত ডায়াবেটিস,

		দক্ষিন টোলা, মাউ	পিভিডি, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুব্যথা, উচ্চ মাত্রার জ্বর, গলা ব্যথা, পিঠে ব্যথা এবং বুকে ব্যথায় ভুগছে
৩০.০৭.২০১৯	০১.০৮.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্ত বাথরুমে পড়ে গিয়ে পিঠে আঘাত পেয়েছে এবং পিঠে আঘাতজনিত কারণে দাঁড়াতে পারছে না
০২.০৮.২০১৯	০৫.০৮.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্ত ডায়াবেটিস, পিভিডি, ত্বকের অ্যালার্জি এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে, বিশ্রামের প্রয়োজন ২৫.০৮.২০১৯ পর্যন্ত
০৫.০৮.২০১৯	০৮.০৮.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	আদালতকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়
১০.০৮.২০১৯	১৩.০৮.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়
২১.০৮.২০১৯	২৫.০৮.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১০, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয়
০২.১০.২০১৯	১২.১০.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১৪, দক্ষিন টোলা, মাউ	অভিযুক্তকে রূপনগর সিভিল হাসপাতালে ডাক্তারদের বোর্ড দ্বারা পরীক্ষার পর ওষুধ ও বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ০৩.১০.২০১৯ থেকে ০২.০১.২০২০ পর্যন্ত। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে

খ-পরোয়ানা জারির তারিখ	অভিযুক্তের হাজিরার নির্ধারিত তারিখ	এস.টি. নং / মামলা নং / থানা	হাজিরা না দেওয়ার কারণ
১২.১০.২০১৯	২২.১০.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১৫	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয় এবং বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
২৬.১০.২০১৯	০৪.১১.২০১৯	১৩০/১০, ৩৯৯/১৫	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয় এবং বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
০১.১১.২০১৯	০২.০১.২০২০	১৩০/১০, ৩৯৯/১৬	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয় এবং বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
০৩.০১.২০২০	১৩.০১.২০২০	৩৫৪১/১২, ৩৭৭/৯৮	অভিযুক্ত শারীরিকভাবে সুস্থ নয় এবং বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
২৭.০১.২০২০	০৭.০২.২০২০	৩৫৪১/১২, ৩৭৭/৯৯	অভিযুক্তের তীব্র পিঠের ব্যথা ছিল। ২১.০১.২০২০ থেকে ২০.০৪.২০২০ পর্যন্ত বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
০৭.০২.২০২০	১০.০২.২০২০	৩৫৪১/১২, ৩৭৭/১০০	পিজিআইএমইআর চণ্ডীগড়ের নিউরোলজি বিভাগ কর্তৃক অভিযুক্তকে তিন মাসের বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
১৪.০২.২০২০	১৭.০২.২০২০	৩৫৪১/১২, ৩৭৭/১০০	অভিযুক্তকে ২১.০১.২০২০ থেকে ২০.০৪.২০২০ পর্যন্ত বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (নিউরোলজি বিভাগ, পিজিআইএমইআর)

উপরের চার্টে উল্লিখিত কারণগুলি উল্লেখ করে, আবেদনকারীর বক্তব্য হলো যে হেফাজত না দেওয়ার কারণগুলি সত্য নয় এবং কেবল ৩য় বিবাদীর ইচ্ছায়, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, কোমর ব্যথা, গলার সংক্রমণ ইত্যাদি মতো ছোটখাটো অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ হেফাজত দিতে অস্বীকার করেছে, শুধুমাত্র এলাহাবাদে এমপি/এমএলএদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচারগুলিকে প্রলম্বিত করার জন্য। আবেদনকারী-রাজ্য বিশেষভাবে আবেদন করেছে যে, যদিও ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধটি পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথুর থানা কর্তৃক ০৮.০১.২০১৯ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তবুও আইনি সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে কোনো চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি, এমনকি তখনও ৩য় বিবাদী জামিনের জন্য আবেদন করতে চাননি, যাতে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিভিন্ন মামলায় তার উপস্থিতি এড়ানো যায়।

অন্যদিকে, বিবাদী-রাজ্য এবং ৩য় বিবাদী ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে দায়ের করা এই আবেদনের রক্ষণীয়তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পেশ করা হচ্ছে যে, আবেদনকারী, একটি রাজ্য হওয়ায়, ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে নিশ্চিত কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারে না, যাতে ভারতের সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদন দায়ের করে প্রতিকার চাওয়া যায়। বিবাদীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য যে এই আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনেও রক্ষণীয় নয়। বিবাদীদের বক্তব্য হলো যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনে মামলা এবং আপিল স্থানান্তরের ক্ষমতা এই আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, কেবল তখনই যদি ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা কোনো আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক একটি আবেদন দাখিল করা হয়।

১৭। এই আবেদনটি ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার সাথে পঠিত হয়ে দায়ের করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর অধ্যায় XXXI ফৌজদারি মামলা স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত একটি অধ্যায়। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪০৬ ধারা নিম্নরূপ:

" ৪৪৬. মামলা ও আপিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সুপ্রিম আদালতের ক্ষমতা।—

(১) যখনই সুপ্রিম আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধারার অধীনে একটি আদেশ দেওয়া সমীচীন, তখন সুপ্রিম আদালত নির্দেশ দিতে পারে যে, কোনো নির্দিষ্ট মামলা বা আপিল একটি হাইআদালত থেকে অন্য হাইআদালতে অথবা একটি ফৌজদারি অধস্তন আদালত থেকে একটি হাইআদালতে অথবা একটি সমান বা উচ্চতর এখতিয়ার সম্পন্ন অধস্তন আদালত থেকে অন্য হাইআদালতে স্থানান্তরিত হবে।

(২) সুপ্রিম আদালত এই ধারার অধীনে শুধুমাত্র ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা কোনো আগ্রহী পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে, এবং প্রতিটিSuch আবেদন অবশ্যই প্রস্তাব আকারে হতে হবে, যা আবেদনকারী যদি ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল না হন, তবে হলফনামা বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

(৩) যেখানে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো আবেদন খারিজ করা হয়, যদি সুপ্রিম আদালতের অভিমত হয় যে আবেদনটি তুচ্ছ বা হয়রানিমূলক ছিল, তবে সুপ্রিম আদালত আবেদনকারীকে আবেদনটির বিরোধিতা করেছে এমন কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত এমন পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে, যা সুপ্রিম আদালত মামলার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত মনে করবে।"

১৮। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর উপরোক্ত ৪০৬নং ধারাটি সরলভাবে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল বা কোনো আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত আবেদনের ভিত্তিতে মামলা ও আপিল স্থানান্তরের ক্ষমতা এই আদালতের উপর অর্পণ করা হয়েছে। বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীদের মতে, আবেদনকারী-রাজ্যকে "আগ্রহী পক্ষ" হিসেবে গণ্য করা যায় না। আবেদনকারী-রাজ্য আগ্রহী পক্ষ নয় — বিবাদীদের এই যুক্তি গ্রহণ করা কঠিন। এটি সুপ্রসিদ্ধ যে, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধকে রাজ্য এবং বৃহত্তর জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায়, রাজ্য হলো মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা, যা রাজ্যের জনগণের জন্য এবং তাদের পক্ষ থেকে কাজ করে। লক্ষণীয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এ "আগ্রহী পক্ষ" পদটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

"আগ্রহী পক্ষ" শব্দগুলির একটি বিস্তৃত তাৎপর্য রয়েছে এবং তাই সেগুলিকে একটি বৃহত্তর অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। "ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ", "কার্যধারার পক্ষ" এবং "আগ্রহী পক্ষ" এর মতো শব্দগুলি বিভিন্ন আইনে ব্যবহৃত হয়। যদি ব্যবহৃত শব্দগুলি "কার্যধারার পক্ষ" বা "মামলার পক্ষ" অর্থে হয়, তবে সেগুলিকে একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আইনসভার উদ্দেশ্য একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া স্পষ্ট। কিন্তু, একই সাথে, "আগ্রহী পক্ষ" হিসাবে ব্যবহৃত শব্দগুলি, যা ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেগুলিকে একটি বৃহত্তর অর্থ দিতে হবে। ফৌজদারি প্রশাসনে একটি মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা হিসাবে, রাজ্যকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪০৬(২) নং ধারার অর্থানুসারে একটি আগ্রহী পক্ষ বলা যেতে পারে। এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, আইনটির উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইনটির ব্যাখ্যা করা উচিত, এটিকে ব্যর্থ করার জন্য নয়। ফৌজদারি প্রশাসনে একটি মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা হওয়ায় আবেদনকারী-রাজ্য এই প্রশাসনে গভীরভাবে আগ্রহী, যেমন, আমরা মনে করি যে রাজ্যকে ৪০৬ ধারার উপধারা (২) এর অর্থানুসারে একটি "আগ্রহী পক্ষ" হিসাবে গণ্য করা হয়। কে. আনবাঝাগান বনাম সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ ও অন্যান্যদের মামলায় এই আদালতের রায় আবেদনকারী-রাজ্যের এই আবেদন গ্রহণকে সমর্থন করে যে তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬(২)নং ধারার অর্থানুসারে আগ্রহী পক্ষ। এইভাবে, আমরা মনে করি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে দায়ের করা এই আবেদনটি গ্রহণযোগ্য।

১৯। যেহেতু, আমরা মনে করি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ নং ধারার অধীনে দায়ের করা এই আবেদনটি রাজ্যের অনুরোধে রক্ষণযোগ্য, তাই ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে এই আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২০। এরপর, আমরা রিট পিটিশনে চাওয়া প্রতিকার মঞ্জুরের জন্য আবেদনকারীর আবেদন পরীক্ষা করব। রিট পিটিশনের ২৬(ক) অনুচ্ছেদে চাওয়া প্রতিকারগুলি অনুসারে, আবেদনকারী প্রতিপক্ষ-রাজ্য এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালি, পাঞ্জাব রাজ্যকে ২০১৯ সালের ০৫ নং মামলা, যার শিরোনাম পাঞ্জাব রাজ্য বনাম মুখতার আনসারী, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-১, মোহালিতে বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যক্রম এবং বিচার স্থানান্তরের নির্দেশ চাচ্ছে। উপরন্তু, রিট পিটিশনের ২৬(খ) অনুচ্ছেদে, আবেদনকারী প্রতিপক্ষ ১ ও ২ কে নির্দেশ চাচ্ছে, তৃতীয় প্রতিপক্ষকে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর জেল, রূপার জেলা থেকে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বান্দাজেলা কারাগারে রাখার জন্য তার হেফাজত হস্তান্তরের নির্দেশ দিতে। রিট পিটিশনে চাওয়া প্রতিকারগুলির বিরোধিতা করে, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময়, প্রতিপক্ষদের বক্তব্য হল যে, যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোনো

১ ও ২ নম্বর বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী দুষ্যন্ত দাভে, রাম চন্দ্র সিং সাগর (ড.) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ৭ মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। উপরোক্ত রায়ে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪০৬ ধারার অধীনে এই আদালতকে একটি মামলা বা আপিল এক হাইআদালত থেকে অন্য হাইআদালতে অথবা একটি হাইআদালতের অধস্তন আদালত থেকে অন্য হাইআদালত বা তার অধস্তন আদালতে স্থানান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এটি এই আদালতকে তদন্ত পর্যায়ে স্থানান্তরের ক্ষমতা দেয় না।

২১। এমনকি, আবেদনকারীর মামলার মতেও, পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথৌর থানায় দায়েরকৃত ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধ মামলায়, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য নিবন্ধিত, পুলিশ কর্তৃক কোনো চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি এবং মামলাটি তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে। একটি এফআইআর-এর অনুলিপি নথিতে রাখা হয়েছে যেখানে এফআইআর নম্বরটি এফআইআর নং ০৫ হিসাবে উল্লিখিত এবং এটি ০৮.০১.২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল। যেহেতু পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালি জেলার মাথৌর থানায় ২০১৯ সালের ০৫ নং অপরাধ মামলার তদন্ত এখনও তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল না হওয়ায়, আমরা বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর যুক্তির সাথে একমত যে আবেদনকারী কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে স্থানান্তরের জন্য কোনো মামলা তৈরি করা হয়নি, যে প্রতিকার রিট পিটিশনের ২৬(ক) অনুচ্ছেদে চাওয়া হয়েছে। বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী দুষ্যন্ত দাভে কর্তৃক উল্লেখিত রাম চন্দ্র সিং সাগর (ড.) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ৭ মামলার রায় বিবাদীদের মামলাকে সমর্থন করে। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারা অনুসারে এই আদালতকে এক হাইআদালত বা এক হাইআদালতের অধীনস্থ আদালত থেকে অন্য হাইআদালতে বা তার অধীনস্থ আদালতে মামলা বা আপিল স্থানান্তর করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটি এই আদালতকে দেশের এক থানা থেকে অন্য থানায় তদন্ত স্থানান্তর করার ক্ষমতা দেয় না কারণ কেবল প্রথম তথ্য বা পুনঃপ্রেরন প্রতিবেদন আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সামনে আবেদনটি ৪০৬নং ধারার পরিধি সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত।

তামিলনাড়ু রাজ্যের পাল্টা হলফনামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখনও কোনও আদালতে কোনও মামলা বিচারাধীন নেই। এই পাল্টা হলফনামার আলোকে, এই আবেদন খারিজ করা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না।"

আমাদের উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদালত রিট পিটিশনের অনুচ্ছেদ-২৬ (ক) অনুসারে কোনও প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারবে না।

২২। একই সময়ে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল, শ্রী তুষার মেহতা দাখিল করেছেন যে, যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদালত কর্তৃক কোনও প্রতিকার না দেওয়া হয়, তাহলে মামলার তথ্য বিবেচনা করে, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য এই আদালত কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের ১৪২নং ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা স্পষ্টতই উপযুক্ত মামলা। এটি দাখিল করা হয়েছে যে গুরুতর অপরাধের জন্য তৃতীয় প্রতিপক্ষের সাথে জড়িত দশটিরও বেশি ফৌজদারি মামলা উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সাংসদ/বিধায়কদের মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও, তৃতীয় প্রতিপক্ষের হেফাজত পাঞ্জাব রাজ্যে নথিভুক্ত একটি মামলা অনুসারে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে এবং ধারাবাহিকভাবে, তিনি ২৪.০১.২০১৯ সাল থেকে পাঞ্জাব রাজ্যের রূপনগর কারাগারে বন্দী রয়েছেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বেশ কয়েকটি থানায় তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন অপরাধে, এলাহাবাদের সাংসদ/বিধায়কদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে বিচারাধীন উপরোক্ত মামলাগুলি ছাড়াও, কোনও না কোনও কারণে পরোয়ানা ফেরত দেওয়া হয় এবং কার্যকর করা হয় না। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, সামান্য অসুস্থতা দেখিয়ে, পাঞ্জাবের রোপার জেলার রূপনগর কারাগারের জেল সুপারিনটেনডেন্ট তৃতীয় বিবাদীর হেফাজত অস্বীকার করেন। আরও বলা হয়েছে যে, যদিও পাঞ্জাব রাজ্যের মোহালির জেলা মাথৌর থানায় ২০১৯ সালের অপরাধ নং ০৫-এ নথিভুক্ত অপরাধে, যা আইপিসির ৩৮৬ এবং ৫০৬ নং ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য নথিভুক্ত, তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনও জমা দেওয়া হয়নি, তবুও তৃতীয় বিবাদী জামিনের জন্য আবেদনও করেননি, কারণ তিনি জামিন পাওয়ার অধিকারী। এটি দাখিল করা হয়েছে যে তৃতীয় বিবাদীর আচরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সাংসদ/বিধায়কদের জন্য বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচারগুলি দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছেন এবং অন্যান্য আদালতে তার উপস্থিতি এড়াতে চাইছেন, যেখানে তার উপস্থিতি প্রয়োজন।

২৩। বিবাদী ১ ও ২ এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী দুষ্মন্ত দাভে এবং তৃতীয় বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহাতগি জোরালোভাবে যুক্তি দেন যে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদালত কর্তৃক কোনও ত্রাণ প্রদানের জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হয় না। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, যদিও ভারতের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদ এই আদালতকে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা দেয় এবং আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, তবুও, এই আদালত ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও আদেশ প্রদান করবে না, যা প্রযোজ্য মূল আইনকে প্রতিস্থাপন করবে বা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আইনগত বিধান উপেক্ষা করবে। এই যুক্তির সমর্থনে, বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ.বি. ভাস্কর রাও বনাম সিবিআই[৮] এবং হরিয়ানা রাজ্য বনাম সুমিত্রা দেবীর[৯] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

২৪। আবেদনকারী-রাজ্যপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল, শ্রী তুষার মেহতা, যুক্তি দেন যে যদিও সমস্ত মামলা এলাহাবাদের সাংসদ/বিধায়কদের মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তবুও তৃতীয় বিবাদীকে কারাগারে রাখা, যা অন্য রাজ্যের অনেক দূরে অবস্থিত, বিচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচারের পাশাপাশি, তৃতীয় বিবাদীর উপস্থিতি অন্যান্য বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়, যেখানে তৃতীয় বিবাদীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়, যা উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বেশ কয়েকটি থানায় তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও, উপযুক্ত আদালত কর্তৃক জারি করা পরোয়ানা প্রতিবার তৃতীয় বিবাদীর অসুস্থতা দেখিয়ে ফেরত দেন। ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালত কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ করা একটি উপযুক্ত মামলা বলে তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য, আবেদনকারী-রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, সাইহবা আলী বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[১০] মামলায়, কল্যাণ চন্দ্র সরকার বনাম রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব ও আরেকজন[১১] মামলায় এবং আশা রঞ্জন বনাম বিহার রাজ্য[১২] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

[৮] ২০১১ (১০) এসসিসি২৫৯

[৯] ২০০৪ (১২) এসসিসি৩২২

[১০] ২০০৩ (৭) এসসিসি২৫০

[১১] ২০০৫ (৩) এসসিসি২৮৪

[১২] ২০১৭ (৪) এসসিসি৩৯৭

আবেদনকারী-রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল এবং বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের এই আবেদন বিবেচনা করার পর যে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উপযুক্ত কিনা, আমরা জমা দেওয়া তথ্য এবং নথিতে রাখা তথ্য সাবধানতার সাথে বিবেচনা করেছি এবং আমরা বিবেচনা করছি যে, আবেদনের অনুচ্ছেদ-২৬(খ) এর অধীনে চাওয়া পরিমাণ ত্রাণ প্রদানের জন্য ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা স্পষ্টতই উপযুক্ত মামলা, যাতে তৃতীয় প্রতিপক্ষকে পাঞ্জাবের রূপনগর জেল, জেলা রোপার থেকে উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলা কারাগারে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া যায়। বিশেষ জজ, এমপি/বিধায়ক, এলাহাবাদের সামনে বিচারাধীন মামলা এবং অবস্থা সম্পর্কে, আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত চার্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিবাদী খুনের চেষ্টা, খুন, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির বিভিন্ন মামলায় জড়িত, যা গ্যাংস্টার আইনের অধীনে অপরাধ ছাড়াও। আবেদনকারীর দ্বারা উল্লেখিত মামলাগুলি, দশ নম্বরে, বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ের। অধিকন্তু, আবেদনকারী মামলাগুলি উপস্থাপন করেছেন, যেখানে মাউ জেলায় নিবন্ধিত বিভিন্ন অপরাধে আদালত কর্তৃক পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, এবং যখন পুলিশ হেফাজত চাইতে গিয়েছিল, তখন প্রথম বিবাদী চিকিৎসার কারণে হেফাজত হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। হাজির না করার কারণগুলি একটি সারণী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪.০২.২০১৯ থেকে ১৪.০২.২০২০ সময়কালে, প্রথম বিবাদী ছাব্বিশবার উত্তরপ্রদেশের পুলিশের কাছে হেফাজত অস্বীকার করেছেন। হেফাজত না দেওয়ার কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মূলত ডায়াবেটিস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, পিঠে ব্যথা, গলার সংক্রমণ ইত্যাদির চিকিৎসার কারণেই এই মামলা করা হয়েছে। যদিও আবেদনকারীর মামলা হলো, পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মাথৌর থানার ফাইলে ২০১৯ সালের অপরাধ নং ০৫-এ অপরাধের নথিভুক্তিকরণই তৃতীয় বিবাদীর নির্দেশে ষড়যন্ত্রের অংশ, যাতে পাঞ্জাবের কারাগারে তাকে আটক রাখা যায়, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন বিচার দীর্ঘায়িত করে এবং তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্যান্য বিভিন্ন অপরাধে তার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায়। এই পর্যায়ে আমরা ষড়যন্ত্রের এই অভিযোগের কোনও তথ্য নথিভুক্ত করতে চাই না, তবে একই সাথে, আমরা সন্তুষ্ট যে, ডায়াবেটিস, ত্বকের অ্যালার্জি, উচ্চ রক্তচাপ, পিঠে ব্যথা, গলার সংক্রমণ ইত্যাদির মতো সাধারণ রোগের কথা উল্লেখ করে চিকিৎসার আড়ালে প্রতিবারই তুচ্ছ কারণে উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে হেফাজত না দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, এটি তৃতীয় বিবাদীর আচরণের উপর সন্দেহের কোনও কারণ খুঁজে পায় না, কারণ তিনি জামিনের জন্য আবেদনও করেননি, এমনকি পুলিশ, মাথৌর, জেলা মোহালি, পাঞ্জাবের পুলিশ থানা কর্তৃক বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (অভিযোগপত্র) দাখিল করেননি।

যদিও, এটি তৃতীয় বিবাদীর মামলা, যিনি চাওয়া প্রতিকারের বিরোধিতা করছেন, কারণ বেশিরভাগ মামলায় তাকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটি নিজেই চাওয়া প্রতিকারের বিরোধিতা করার কোনও কারণ নয়। যদিও, পূর্ববর্তী মামলাগুলি বিভিন্ন দায়রা আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং কেবল মামলাগুলি দ্রুত বিচারের জন্য, উত্তর প্রদেশ রাজ্য ২০১৮ সালে সাংসদ/বিধায়কদের মামলার বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করে। এই সংবিধানের ভিত্তিতে, আইপিসি এবং গ্যাংস্টার আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধের জন্য তৃতীয় বিবাদী জড়িত সমস্ত মামলা বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সমস্ত মামলা বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারাধীন রয়েছে। বিশেষ আদালতের আদেশ অনুসারে, শুধুমাত্র তৃতীয় বিবাদীকে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বান্দায় কারাগারে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রয়োজনে তার উপস্থিতির আদেশ দেওয়া যায়। অতএব, আমাদের মতে, একজন আসামী বা বিচারাধীন বন্দী, যিনি দেশের আইন অমান্য করেন, তিনি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগার স্থানান্তরের বিরোধিতা করতে পারেন না, একজন আসামী বা বিচারাধীন বন্দী হতে পারেন। আইনের শাসনকে দায়মুক্তির বিরোধিতার মুখে আদালত অসহায় দর্শক হতে পারে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই আদালত ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে বন্দীকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগার স্থানান্তরের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। যদিও, ১৯৫০ সালের বন্দী স্থানান্তর আইন নামে একটি পৃথক আইন রয়েছে, যা সরকার কর্তৃক এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বন্দীকে স্থানান্তরের অনুমতি দেয়, তবে, আইনের ধারা ৩ এর অধীনে এটি সীমাবদ্ধ, তাই আবেদনকারীর দাবি এর সাথে খাপ খায় না। তবুও, ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আবেদনকারীর দাবি অনুসারে, এই আদালত বন্দীকে স্থানান্তরের জন্য বিবেচনা করতে পারে। পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য আইনের হাতল যথেষ্ট দীর্ঘ। যদি আবেদনকারীর কোনও শারীরিক অসুস্থতা থাকে, তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমস্ত যত্ন নেওয়া হবে, তবে একই সাথে, ছোটখাটো অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে অসুস্থতার বিস্তৃত আবেদনের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত / তৃতীয় বিবাদী রিট পিটিশনে চাওয়া হিসাবে ত্রাণের বিরোধিতা করতে পারবেন না। এটা সত্য যে এ.বি. ভাস্কর রাও বনাম সিবিআই [৮] এবং হরিয়ানা রাজ্য বনাম সুমিত্রা দেবী [৯] মামলার ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এমন কোনও আদেশ দেওয়া যাবে না যা আইন বা বিধিবদ্ধ নিয়মের পরিপন্থী হবে। বন্দীদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের বিষয়টি বন্দী স্থানান্তর আইন, ১৯৫০-এর বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনের ধারা **৩** অনুযায়ী, "কোনো রাজ্যের সরকার অন্য কোনো রাজ্যের সরকারের সম্মতি নিয়ে, আদেশ দ্বারা, বন্দীকে সেই কারাগার থেকে অন্য রাজ্যের কোনো কারাগারে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে পারে।"

এটা স্পষ্ট যে বিচারাধীন বন্দীকে স্থানান্তরের কোনও বিধান নেই বলে মনে হয়। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বন্দীকে স্থানান্তরের কোনও আইনগত বিধান না থাকায়, মামলার তথ্য বিবেচনা করে, এই আদালত, অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে, প্রদত্ত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারে। উপরে উল্লিখিত বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীদের দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলি এই মামলায় তাদের আবেদনের কোনও সমর্থন করবে না। সাইহবা আলী বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ১০ মামলার রায়ে, এটি ধরা হয়েছে যে এই আদালত সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য তথ্যের উপর যথাযথ রায় দিতে পারে, এমনকি যদি দায়ের করা রিট পিটিশনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য না হয়। কল্যাণ চন্দ্র সরকার বনাম রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব এবং আনসার ১১ মামলায় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বন্দী স্থানান্তরের বিষয়টিও এই আদালত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছে, যেখানে এই আদালত বলেছে যে ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, একজন বন্দী বা আটক ব্যক্তিকে তার নিজস্ব অনুরোধে বা অন্যথায় স্থানান্তর করার ক্ষমতা এই আদালত কর্তৃক আদেশ করা যেতে পারে। উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ নং ২৩, ২৪ এবং ২৫, যা এই মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ, নিম্নরূপ পড়া হচ্ছে:

".....২৩। অতএব, আমাদের মতে, একজন আসামী বা বিচারাধীন ব্যক্তি যিনি দেশের আইন অমান্য করেন, তিনি এই যুক্তি দিতে পারেন না যে তাকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা অনুমোদিত নয় কারণ জেল ম্যানুয়াল এটির বিধান করে না। যদি বাস্তব পরিস্থিতির কারণে একজন বন্দীকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়, সে যদি একজন আসামী বা বিচারাধীন ব্যক্তি হয়, তাহলে আইনের শাসনকে দায়মুক্তির সাথে বিরোধিতা করা হলে আদালতকে অসহায় দর্শক হওয়া উচিত নয়। আইনের হাতল যথেষ্ট দীর্ঘ, এমনকি একজন বন্দীকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করেও পরিস্থিতির প্রতিকার করা যায়, অর্থাৎ ধরে নেওয়া উচিত যে সংশ্লিষ্ট জেল ম্যানুয়াল এই ধরনের স্থানান্তরের বিধান রাখে না। আমাদের মতে, উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তি আইনের কর্তৃত্ব এবং মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে। উপরে বর্ণিত তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বিবাদী হেফাজতে থাকাকালীন এবং কখনও কখনও জামিনে থাকাকালীনও আইন লঙ্ঘন করেছেন। আমাদের এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হবে যে, বেউর জেল কর্তৃপক্ষ এবং পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা, তাদের নিজস্ব কারণে, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অন্যথায়, বিবাদীকে আইন লঙ্ঘন করতে সাহায্য করেছেন। এই প্রক্রিয়ায়, আমরা মনে করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে পাটনার বেউর কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্তৃপক্ষ, বিবাদীর অবৈধ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থানে নেই। অতএব, বিবাদীকে বিহারের বাইরে স্থানান্তর করা অপরিহার্য।

২৪[১৩]। বন্দীদের আন্তঃরাজ্য স্থানান্তর সম্পর্কিত বিষয়টি বন্দীদের স্থানান্তর আইন, ১৯৫০ দ্বারা পরিচালিত হয়। উক্ত আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

'৩। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বন্দীদের অপসারণ। (১) যেখানে কোনও ব্যক্তি কোনও রাজ্যের কারাগারে বন্দী,

(ক) মৃত্যুদণ্ডের অধীনে, অথবা

(খ) কারাদণ্ড বা পরিবহনের পরিবর্তে বা তার পরিবর্তে, অথবা

(গ) জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে, অথবা

(ঘ) শান্তি বজায় রাখা বা ভালো আচরণ বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার কারণে;

সেই রাজ্যের সরকার, অন্য কোনো রাজ্যের সরকারের সম্মতিতে, আদেশ দ্বারা, বন্দীকে সেই কারাগার থেকে অন্য রাজ্যের কোনো কারাগারে অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারে

২৫। উপরোক্ত বিধানটি সামান্য পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, একজন বিচারাধীন বন্দীকে স্থানান্তরের কোনও বিধান নেই। ডেভিড প্যাট্রিক ওয়ার্ড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ১৪ মামলায় আটককৃত ব্যক্তির আন্তঃরাজ্য স্থানান্তরের আবেদনটি এই আদালতে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল, যেখানে একটি প্রতিরোধমূলক আটক মামলায় আবেদনকারী এলাহাবাদের নৈনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। আবেদনকারী ভিয়েনা কনভেনশন অন কনস্যুলার রিলেশনসের ৩৬ অনুচ্ছেদের শর্ত অনুসারে, প্রেরক রাজ্যের একজন নাগরিকের সাথে দেখা করার অধিকার কনস্যুলার অফিসারদের রয়েছে, কারণ তিনি কারাগারে বা আটক অবস্থায় আছেন। নৈনি জেল কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ব্রিটিশ কনস্যুলার রিলেশনের কর্মকর্তারা যখনই সাক্ষাৎ করতে চান, তখন যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে। আদালত উক্ত অনুরোধটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

[১৩] *সংস্করণ. অনুচ্ছেদ ২৪, ১৮-৩-২০০৫ তারিখের অফিসিয়াল শুদ্ধিপত্র নং এফ.৩/এড.বি.জে./২৫/২০০৫ দ্বারা সংশোধিত।

[১৪]. (১৯৯২) ৪ এসসিসি ১৫৪ : ১৯৯২ এসসিসি (ফৌজদারি) ৮১৪

কিন্তু, এই সিদ্ধান্তটি এই সত্যের প্রতি নির্দেশ করে যে, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বিচারাধীন বন্দী বা আটক ব্যক্তিও এই ধরনের অনুরোধ করতে পারে এবং এর বিপরীতে কোনো সংবিধিবদ্ধ বিধান না থাকায়, এই আদালত সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারে।"

২৬। আশা রঞ্জন বনাম বিহার রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই আদালত সুষ্ঠু বিচার এবং একজন বন্দীকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের ধারণাটি বিশদভাবে বিবেচনা করেছে। "ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের একটি দিক হিসাবে সুষ্ঠু বিচারের ধারণাটি বিশ্লেষণ করার সময়, এই আদালত বলেছিল যে এটি অভিযুক্ত, প্রসিকিউশন এবং ভুক্তভোগীর স্বার্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আরও বলা হয়েছে যে, ভুক্তভোগী একজন একক ব্যক্তি হতে পারে যিনি ভোগ করেছেন, তবে এককভাবে যে আঘাত পেয়েছেন তা সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে। ৮৬.৪,৮৬.৫,৮৬.৬ এবং ৮৬.৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপঃ

"...৮৬.৪। ন্যায্য বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য রক্ষা করা নির্ভর করবে সাংবিধানিক নিয়মাবলী, সংবেদনশীলতা এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের মাপকাঠিতে বিচার্য ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর।

৮৬.৫। ১৯৫০ সালের আইনের ধারা ৩ আদালতকে একজন অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে এক রাজ্যের একটি জেল থেকে অন্য রাজ্যের অন্য একটি জেলে স্থানান্তরের আদেশ দিতে বাধা দেয় না, কারণ এটি কেবলমাত্র নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে।

৮৬.৬। সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত সংবিধানের অধীনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না এবং এমন আদেশ দিতে পারে না যা মৌলিক নীতিগত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি মূল বিধান লঙ্ঘন করে; তবুও, যখন বর্তমান প্রকৃতির একটি মামলা উদ্ভূত হয়, তখন এটি নির্দেশ দিতে পারে যাতে ফৌজদারি বিচার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। স্বাধীন ও ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা এই আদালতের বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য।

৮৬.৭। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ন্যায্য এখতিয়ার ব্যবহার করে এই আদালত অভিযুক্তকে সিওয়ান কারাগার থেকে অন্য কোনও রাজ্যের কারাগারে স্থানান্তর করতে পারে না এই যুক্তি অগ্রহণযোগ্য

কারণ উক্ত যুক্তির মূল ভিত্তিটি ভুল, কারণ ন্যায্য বিচারের বিষয়টি মোকাবেলা করার সময়, আদালত ন্যায্যতার ক্ষেত্রে কোনও ধরণের এখতিয়ার ব্যবহার করছে না।"

২৭। আবেদনকারী-পক্ষের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল কর্তৃক উল্লিখিত পূর্ববর্তী মামলার নজিরগুলি, আমরা উপরে যে কারণগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলির পাশাপাশি, রিট পিটিশনের ২৬ (খ) নং অনুচ্ছেদে চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষকে সমর্থন করে।

২৮। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, এই রিট পিটিশনটি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী এবং পর্যবেক্ষণগুলির সাথে আংশিকভাবে অনুমোদিত হয়ঃ

i. ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ/১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে দাখিল করা এই আবেদনটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ii. এই আবেদনের অনুচ্ছেদ-২৬(ক) অনুসারে মামলাটি স্থানান্তরের জন্য চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করা হয়নি, কারণ পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মাথৌর থানার ফাইলে ২০১৯ সালের অপরাধ নং ০৫-এর মামলাটি তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে, তাই, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা প্রয়োগ করা যাবে না।

একই সাথে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আমরা বিবাদী নং ১ এবং ২ কে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় বিবাদীর হেফাজত উত্তর প্রদেশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করা হোক, যাতে তাকে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বান্দা জেলা কারাগারে রাখা যায়।

iv. এলাহাবাদে সাংসদ/বিধায়কদের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের পক্ষে তাকে বান্দা জেলা কারাগারে অথবা উত্তর প্রদেশের অন্য কোনও কারাগারে স্থানান্তরিত করার অনুমতি রয়েছে, যদি কোনও প্রয়োজন হয়।

v. বান্দাজেলা কারাগার, উত্তরপ্রদেশের জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ৩য় বিবাদীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করতে হবে। এটি স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, ৩য় বিবাদীের যদি কোনো বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তাহলে বান্দাজেলা কারাগারের জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেল ম্যানুয়াল অনুসরণ করে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

[স্থানান্তর আবেদন (অপরাধী) নং ১০৪-১১৪ অফ ২০২১]

২৯। ২০২০ সালের রিট পিটিশন (ফৌজদারি দণ্ড) নং ৪০৯ এবং আরও অনেক কিছুতে প্রদত্ত উপরোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত ইতিমধ্যেই মামলাগুলি স্থানান্তরের জন্য আবেদনকারীর দাবি খারিজ করে দিয়েছে, তাই আমরা এই স্থানান্তর আবেদনগুলিতে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না এবং সেই অনুযায়ী এগুলি খারিজ করা হল।

নিধি জৈন **আবেদন আংশিকভাবে অনুমোদিত এবং "স্থানান্তর আবেদন খারিজ।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal